IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

BENGALI AS A LANGUAGE OF GEOGRAPHY

Dr Ramapada Sasmal

Assistant Professor, Department of Geography, Arambagh Girls' College, Arambagh, Hooghly, Pin-712601; Phone; 629 489 7700;

Abstract: Mother tongue is similar to Mother's milk. It is also the best medium for the early stages of socialization, just as Mother's milk is the only nutritious food for a healthy body in the early stages of life. After birth, a child gradually grows up in his family, which is his first society. Unlike the adults, this society (family) is much bigger and completely new for a child. It is the first place of his learning and to expresses his feelings. The mother language is the first and only medium through which they can express their feelings. Therefore, his mother tongue is integral to his life consciousness and life skills. With the family's knowledge, skills and feelings, a child gradually steps forward to the larger society and acquires new knowledge and skills in the future. We beautify our lives with education and understanding of society. Our Bengali society has been named after our mother tongue, Bangla. We are easy and fluent in expressing our thoughts, feelings and everything in Bengali. This fluency is essential in education and research. We need the knowledge of geography to adapt to the natural environment. The study of geography in the Bengali language is much easier, simpler and fluent to the knowledge, where the contribution of geography is undeniable in our lives. Therefore, studying geography in Bengali is very important for Bengalis.

Key words: **Geography, society, language, time, history, technology**

১· সূচনা:

সংকীর্ণ ধারনায় ভূগোলের `ভূ` মানে পৃথিবী এবং `গোল` মানে গোলাকার, অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবী। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে `ভূ` মানে গোলাকার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে, যা আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ভূপৃষ্ঠ তার পাহাড়ে, পর্বত, নদী, নালা, সমুদ্র ও সমতলের সমন্বয়ে গড়েতুলেছে এক সতন্ত্র ভূমিরূপ। কালের প্রবাহ ধারায় এই ভূমিরূপ ও এর উপর আবৃত বায়ু মণ্ডলের অনুকুল স্পর্শে গড়ে ওঠে জীব মণ্ডল। এইভাবে ভূমণ্ডল, বায়ু মণ্ডল ও জীব মণ্ডলের সমন্বয়ে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে সেখানে ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটে মানুষের। এ মানুষ ছিল আদিম, বন্য ও প্রাকৃতিক। প্রাকৃতির সঙ্গে ছিল তার ওঠা বসা, প্রকৃতির নিয়মেই ছিল তার চলাফেরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বিবর্তনের গতিধারায় সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠল সাংস্কৃতিক। সে শিখল কিভাবে প্রাকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কিভাবে নিজের মত করে প্রাকৃতিকে পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে এক সতন্ত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, যা আর অন্য কোন প্রাণীই এখনো গড়ে তুলতে পারেনি। তই ভূগোল- পৃথিবী গোলাকৃতি কিনা অথবা এর গোলাকার পৃষ্ঠের ভূমিরূপ ও মৃত্তিকা কেমন বা এর ভূ-অভ্যন্তরের গঠন কিরকম, এর জলবায়ু কেমন এই সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করে না। এই সব বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক বিষয় যেমন- ভূতত্ত্ব বিদ্যা,

জলবায়ু বিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় গুলি আছে। ভূগোল আলোচনা করে পৃথিবীর এইসব প্রকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন এবং তা মানুষের জন্য কতটা কল্যাণকর। তাই ভৌগোলিক জ্ঞানের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সমাজিক জীবন অনেক সহজ ও সাবলীল হয়ে ওঠে। অপর দিকে মাতৃ ভাষা সামাজিক যোগাযোগের সহজ ও সাবলীল মাধ্যম। সেকারণে মাতৃ ভাষায় যদি ভূগোলের পঠনপাঠন ও অধ্যয়ন হয় তালে তা ব্যক্তি জীবনের সাথে সাথে সমাজ জীবনকেও সমৃদ্ধ করবে। আমাদের মাতৃ ভাষা যেহেতু বাংলা, তাই বাংলা ভাষায় ভূগোল চর্চা আমাদের বাঙালী জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতিকে অনেক সমৃদ্ধ করবে। অন্য দিকে, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা নতুন ধারা ও চিন্তার জন্ম দেয়। আমরা বাঙালীরা যদি এ ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলার ব্যবহার করি তাহলে তা খুব সহজেই আমাদের বাঙালী সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। কারণ আমরা বাংলাতে সবচেয়ে বেশী সাবলীল। এর ফলে আমাদের বাঙালী সমাজ বিবর্তনের গতিধারায় অনেক সহজেই নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারবে। ফলে আমরা অনেক সমৃদ্ধ হতে পারবো।

২· তথ্যসূত্র:

এই রচনায় কোন তথ্য সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও কর্ম জীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে লেখক এই রচনাটি লিখেছেন। যে সমস্ত বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নিচের সূত্র নির্দেশে তালাকা আকারে দেওয়া হয়েছে।

৩· মূল আলোচ্য বিষয়:

- বাঙালীর জীবনে ভূগোলের ভূমিকা।
- ভূগোলে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা।
- ভূগোলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সমস্যা।

৪· পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা:

বাঙালীর জীবনে ভূগোলের ভূমিকা: ভারত বর্ষের বাঙালিদের কথা বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে হয়। তাই বাঙালীর জীবনে ভূগোলের ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কে জানার প্রয়োজন। ভূপ্রকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়- ১·উত্তরের পার্বত্য আঞ্চল, ২·দক্ষিণের উপকূলীয় ব-দ্বীপ অঞ্চল, ৩·পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং ৪·গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। এর মধ্যে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল প্রায় ৭০% অংশ জুড়ে আছে। এই অংশে মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। এখন কৃষিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কৃষি বিপ্লবের ফলে চাষবাসের ক্ষেত্রেও ব্যপক পরিবর্তন এসেছে। ভূগোল এই পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক ভূগোলের ধারণা ছাড়া তাদের প্রথাগত অভিজ্ঞতার উপর ভর করে এই কৃষিকাজ করে। কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারনা না থাকার ফলে, একদিকে কৃষি জমির উর্বরতা যেমন কমছে তেমনই অন্য দিকে উৎপাদিত ফসলের গুনমানও কমছে। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কৃষি উৎপাদনের যে সমস্যা হচ্ছে তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু

তার অধিকাংশই ইংরেজিতে□ ফলে গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক তা অনুসরণ করতে পারছে না□ অনেক সময় বিভিন্ন সংস্থা কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেও তা অতি নগন্য□ তাই বাংলাতে যদি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা হয় তাহলে সাধারণ কৃষক খুব সহজেই তা অনুসরণ করতে পারবে□ ফলে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবিক অর্থেই ফলপ্রসূ হবে□

অপর দিকে উপকূলিয় সুন্দর বনে কৃষিকাজের সাথে সাথে এখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% মানুষ মৎস শিকার ও মৎস চাষের সঙ্গে যুক্ত□ কিন্তু ভূগোলের প্রথমিক ধারণা না থাকার জন্য মৎস শিকারের ফলে একদিকে যেমন উপকূলের ক্ষয় বেড়ে যাচ্ছে অপর দিকে তেমন উপকূলিয় বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে□ বর্তমানে সরকারি ভাবে মৎস শিকারের উপর বিধিনিষেধের ফসলে স্থানীয় মানুষ মৎস চাষের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে□ এর জন্য ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে গড়ে উঠছে মছের ভেড়ি□ এ কারণেও উপকূলের ক্ষয় ও বাস্তুতন্ত্র নষ্টের সাথে সাথে বাড়ছে ঘূর্ণী ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ□ কারণ ম্যানগ্রোভ ঘূর্ণী ঝড়ের তীব্রতাকে কমিয়ে দেয়□

পশ্চিমে পুরুলিয়ার মালভূমি ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ□ এখানকার জলবায়ু রুক্ষ-শুষ্ক□ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার মত এখানকার মানুষেরও প্রধান খাদ্য ভাত হলেও জলবায়ুর কারণে এখানে ধানের চাষ খুব ভাল হয় না□ ফলে এখানকার মানুষের খাদ্য কষ্টে দিন কাটে□ কারণ কৃষি ছাড়া আর অন্য কোন জীবিকার সংস্থান এখানে নেই বল্লেই চলে□ কিন্তু এখানকার মানুষের যদি প্রাথমিক ভৌগোলিক ধারনা থাকত তাহলে তারা জোয়ার, রাগি, বাজরা ইত্যাদি শুষ্ক ফসলের চাষাবাদ করে তাদের অর্থ কষ্ট দূর করতে পারত□

উত্তরের পার্বত্য আঞ্চল দার্জিলিং ও কালিমপঙের ভাষা নেপালি, ভুটিয়া ও হিন্দি□ তাই এখানে বাংলা ভাষায় ভূগোল চর্চার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই□

ভূগোলে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা: সভ্যতার সূচনা লগ্ন হতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তার জীবন-জীবিকার প্রতি পদক্ষেপে ভূগোলের জ্ঞানকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে আসছে□ তাই ভূগোলের পঠনপাঠন ও অধ্যয়নে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈচিত্র□ এই বৈচিত্র কখনো বেড়েছে, আবার কখনো কমেছে□ তাই ভূগোলে ভাষার ব্যবহার জানতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে অতীত থেকে বর্তমান□ সেই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে ইতিহাসের পাতায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী□ আলোচনার সুবিধার্থে ঐতিহাসিক সময়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়- ১·প্রাচীন যুগ, ২·মধ্য যুগ ও ৩·আধুনিক যুগ□

প্রাচীন যুগের কথা বললে প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রথমেই বলতে হয় ভারতের বৈদিক যুগের কথা□ কারণ এই যুগের সময়কার ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব-১২০০ খ্রিস্টাব্দ□ এই সময় ভূগোল চর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃতি□ এই সময় ভূগোল চর্চার যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হল 'খোগোল বিজ্ঞান'□ এ ছাড়াও আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের রচনায় ভূগোল চর্চার বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়□ এর পর শুরু হয় গ্রীক সভ্যতা (৮৫০-৫১ খ্রিস্টপূর্ব)□ হোমার, অ্যারিষ্টটল, হেরোডোটাস, প্লটো, পাইথিস ইত্যাদিদের সমস্ত ভৌগোলিক রচনাই ছিল গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষায়□ বর্তমানে যে সমস্ত ভৌগোলিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশই গ্রীক অথবা ল্যাটিন শব্দ থেকে

উৎপত্তি হয়েছে। যেমন *'Geography'* শব্দটি গ্রীক ভাষা *'Geograpia'* থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রীক পণ্ডিত এরাটোস্থেনিস প্রথম এই শব্দের ব্যবহার করেন। গ্রীক সভ্যতার প্রবর্তি পর্যায়ে রোমান সভ্যতার উত্থান ঘটে (৬৩ খ্রিস্টপূর্ব-১৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। ফলে ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে রোমান ভাষারও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর সময় কাল অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ভূগোলে রোমান ভাষার প্রভাবও অপেক্ষাকৃত কম। প্রাচীন যুগে ভারত, গ্রীক ও রোম ছাড়াও চীন ভূগোল চর্চায় (১০০০ খ্রিস্টপূর্ব-১০০০ খ্রিস্টাব্দ) বেশ উন্নত ছিল। বিশেষ করে মানচিত্র বিদ্যায় চীনারা বেশ দক্ষ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মূলত ইংরেজীতেই ভূগোলের চর্চা হয়। ইংরেজীতে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও রোমান ভাষার প্রভাব থাকার ফলে বর্তমানে ভূগোলেও এইসব ভাষার গভীর প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু ইংরেজীতে চীনা ভাষার তেমন কোন প্রভাব না থাকার জন্য ভূগোলেও চীনা ভাষার তেমন কোন প্রভাব দেখা পাওয়া যায় না।

এখানে যে প্রাচীন যুগের কথা বলা হয়েছে তা ইউরোপিয় সভ্যতার সামাজিক স্থিতি অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে রোমের বাস্তিল দুর্গের পতনের পর ইউরোপে মধ্য যুগের সূচনা ঘটে, যা প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসের কারণে দুরহ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে এই সময়কে বলা হয় ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ (২০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময় আরবীয় মুসলিম সমাজের বিকাশ ঘটে (৭০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। অন্যান্য বিষয়ের সাথে ভূগোলের জ্ঞান সমৃদ্ধির জন্য তারা ভারতীয় বৈদিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্য অনুসরন করে। ফলে ভূগোলে আরবী ভাষার প্রভাব বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব। বর্তমানে 'মৌসুমি' শব্দটি আরবী ভাষা 'মৌসিম' থেকে এসেছে। আরব ভৌগোলিকরা যখন ভারতে আসে তখনও ভারতের প্রাচীন যুগ। তবে এই প্রাচীন যুগেও ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে খুব উন্নত ছিল তা আরব ভৌগোলিকদের আনাগোনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

ইউরোপের মধ্য যুগের মাঝামাঝি পর্যায়ে ক্রুসেডের সময় (১০৯৬-১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) সমগ্র ইউরোপ এক হওয়ায় তাদের মধ্যে নতুন জ্ঞান ও চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা নব জাগরণ নামে পরিচিত। নবজাগরণ বয়ে আনে শিল্প বিপ্লব, যা ইউরোপে আধুনিক যুগের (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) সূচনা করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উদবিত্ত সামগ্রী বাণিজ্যের জন্য তারা জলপথের অনুসন্ধান করতে থাকে। কারন, ক্রুসেডের পর মুসলিমরা স্থলপথের সিল্করুট বন্ধ করেদেয়। ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল ইত্যাদির নাবিকার নতুন নতুন জলপথের আবিষ্কার করতে থাকে এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরী করে (১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময় ভূগোলে ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ভাষার প্রভাব শুরু হয়।

নতুন নতুন জলপথের মাধ্যমে ইউরোপিযারা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে নতুন নতুন চিন্তাধারা ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা করে। এইসময় প্রথমে জার্মান (১৬০০-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ও পরবর্তিতে রাশিয়া (১৭০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ), ইংল্যান্ড (১৮০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ), আমেরিকা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে) ও ফ্রান্স (১৮৯০-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) ভূগোলে বিশেষ অবদান রাখে। ফলে ভূগোলে

এইসব ভাষার প্রভাবও গভীর ভাবে লক্ষ করা যায়□ তবে ব্রিটিশরা সারা পৃথিবী জুড়ে উপনিবেশ গড়েতোলার কারণে ভূগোলে ইংরেজী ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখাযায়□

ভূগোলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সমস্যা: উচ্চ শিক্ষায় ভূগোলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সময় বেশ কিছু সমস্যা আছে□ প্রথমত ভূগোলের কোন বাংলা অভিধান নেই□ বর্তমানে স্নাতক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলায় পড়া-শোনা করতে পারে□ এর জন্য বর্তমানে অনেক ভূগোলের বইও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে□ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বই গুলি ইংরেজীর বাংলা তর্জমা□ ফলে ভাবের সঠিক প্রকাশ হয়না□ এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ভূগোল বিষয়টি সহজ বোধ্য হয় না□

অনেক ক্ষেত্রে ভূগোলের বাংলা বই গুলিতে সাধু ভাষার ব্যপক ব্যবহার দেখা যায়□ যেহেতু সাধু ভাষা বর্তমানের প্রচলিত ভাষা নয়, তাই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের তা সহজে বোধ গম্য হয় না□ তাই বাংলায় ভূগোল বই রচনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে□

অন্য দিকে স্নাতকোত্তর স্তরে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীতে পঠনপাঠন বাধ্যতামূলক করেছে, যা বাংলা ভাষায় ভূগোলের উচ্চ শিক্ষার প্রধান অন্তরায়□ যদি পি· এইচ· ডি·-এর কথা ধরা যায়, তাহলে ভূগোলের কোন গবেষণাপত্র বাংলায় প্রায় দেখা যায়না বল্লেই চলে□ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নাসিকতা দেখায়□ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনেহয় বাংলায় গবেষণা করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গবেষণার মানকে নিম্ন মানের করে□ তবে এ সম্পর্কে তেমন কোন সমীক্ষা নেই□

তবে লক্ষনীয় যে জার্মান, রাশিয়া বা ফ্রান্সের ভৌগলিকরা তাদের মাতৃ ভাষাতেই ভূগোলের চর্চা করে□ কিন্তু সেইসময় তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বানিজ্যে বিশেষ ভাবে শক্তিশালী ছিল, তাই তাদের জ্ঞান-বিদ্যা অনুসরণ করার জন্য ভূগোলের বিষয় গুলিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়□ কারণ তখন প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে□ অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ভূগোল চর্চার মাধ্যমে আমরা যদি আমাদের রাজ্য তথা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করে আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বানিজ্যকে শক্তিশালী করতে পারি তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ভূগোল চর্চা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে যাবে□ তখন হয়ত অন্যান্য ভাষাভাষির মানুষ বাংলা শিখবে আমাদের ভূগোল চর্চার জ্ঞান আহরণের জন্য□ ঠিক যেমন বিভিন্ন দেশের মানুষ এখন চাইনিজ ভাষা শিখছে□ তবে শুধু ভূগোলই নয়, এর জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও সমান তালে বাংলা ভাষায় চর্চা করে যেতে হবে□

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তিগত উন্নতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়□ এখানে সাধারণ মানুষের কাছে গবেষণার সুফল কতটা পৌঁছল, তা বিচার করা হয় না□ দেখা হয় যে গবেষণাপত্রটি কতটা আন্তর্জাতিক মানের গুন সম্পন্ন□ আর সেই কারণেই গবেষকও ইংরেজীতে গবেষণাপত্র লেখার দিকে বেশী আগ্রহী হয়□ এক্ষেত্রে আমাদের সরকার, বিশেষ করে শিক্ষা দফতরকে অগ্রনি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে□ সরকার যদি বাংলায় লেখা গবেষণাপত্র গুলিকে বেশী গুরুত্ব দেয় এবং জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার

কোন ব্যবস্থা করে, তাহলে একদিকে গবেষকও যেমন উৎসাহিত হবে তেমনই অন্য দিকে সাধারণ মানুষের গবেষণার সুফল ভোগ করতে পারবে

বাংলায় ভূগোলের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো মজবুত করা দরকার দেখা যায় যে আধিকাংশ স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় পঠনপাঠন করলেও তারা ঠিকমত বাক্য গঠন করতে পারে না যা শুধু ভূগোলই নয়, যে কোন বিষয়ে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেই একটি বড় অন্তরায়

৫· উপসংহার:

সব শেষে বলা যায় যে বাংলা হল বাঙালীর প্রান বাঙালিকে জানতে হলে, তার উন্নতি করতে হলে বাংলাতেই তার শিক্ষন করতে হবে এ কাজ শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য বা বাংলা ভাষার গবেষকদের সাহায্যে সম্ভব নয় অন্যান্য বিভাগ যেমন- কলা, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগকেও এগিয়ে আসতে হবে কারণ ভাষা সামাজিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম আর একটি সুস্থ ও উন্নত সমাজ গড়ে ওঠে তার উন্মুক্ত মন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও সুঠাম অর্থনীতির উপর, যা আসতে পারে একমাত্র কলা, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক শিক্ষা থেকেই তাই অন্যান্য বিষয়ের মত ভূগোলের ও পঠনপাঠন বাংলায় হওয়া উচিত উচ্চ শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার করতে প্রথমেই নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় হতে হবে আর ভূগোলে বাংলায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এগিয়ে আসতে হবে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে তারা একদিকে সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে যেমন নীতি নির্ধারণে সাহায্য করবে তেমনই অন্য দিকে ভূগোলের একটি সহজ বাংলা অভিধান রচনা করতে যত্ন সহকারে সচেষ্ট হবে

৬· সূত্র নির্দেশ:

1. Geography of West Bengal India, the land and the people: By Subodh Chandra Bose, published by National Book Trust, India in 1968
2. Geography of India, West Bengal & World (English Version): By Kartick Ch. Mondal, published by Mondal Prakashani in 2023
3. Vu Bharat (West Bengal, Indian & World Geography): Published by Prativa Prakashani in 2022
4. GEOGRAPHICAL THOUGHT: A CONTEXTUAL HISTORY OF IDEAS, Ramesh Dutta Dikshit; 2nd Edition, PHI Learning, 30 April 2018
5. Adhikari, S. (2006) (4th ed.): *Fundamentals of Geographical Thought,* Allahabad, Chaitanya Publishing House.
6. Rana, L. (2013) *Evolution of Modern Geographical Thinking and Disciplinary Trends in India,* AGS (The Association for Geographical Studies) Study Material Series, Paper- VIII.
7. Blum, Jerome et al. *The European World* (2 vol. 2nd ed. 1970) university textbook
8. Davies, Norman. *Europe: A History* (1998), advanced university textbook